(১) উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্য-ক্ষেত্র

(North-western Pacific Coastal Fisheries)

● **অবস্থান ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বের উপকূলে অবস্থিত এবং **উত্তরে কামচাটকা উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণে চীন সাগরের দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীনের পূর্বাংশ এবং রাশিয়ার পূর্বাংশ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত।

● **উন্নতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ**

(i) জাপান, রাশিয়া, চীন, উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া-সংলগ্ন **উপকূল অগভীর এবং বিস্তৃত** মহীসোপানযুক্ত।

(ii) উত্তর থেকে আসা **শীতল কিউরাইল স্রোত** এবং দক্ষিণ থেকে আসা **উষ্ণ কুরোসিয়ো** বা জাপান স্রোতের মিলনে এই অঞ্চলের জলভাগে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটনের সমাবেশ হয়, ফলে মৎস্যও থাকে প্রচুর।

(iii) এই অঞ্চলের উপকূলভাগ ভগ্ন এবং ভগ্ন উপকূলে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ থাকায় অনেক বন্দরও গড়ে উঠেছে। ওসাকা, কোবে, টোকিও, ইয়োকোহামা, ব্লাডিভোস্টক, মাগাদান, তিয়েনজিন প্রভৃতি বড় বড় বন্দর এই অঞ্চলে অবস্থিত।

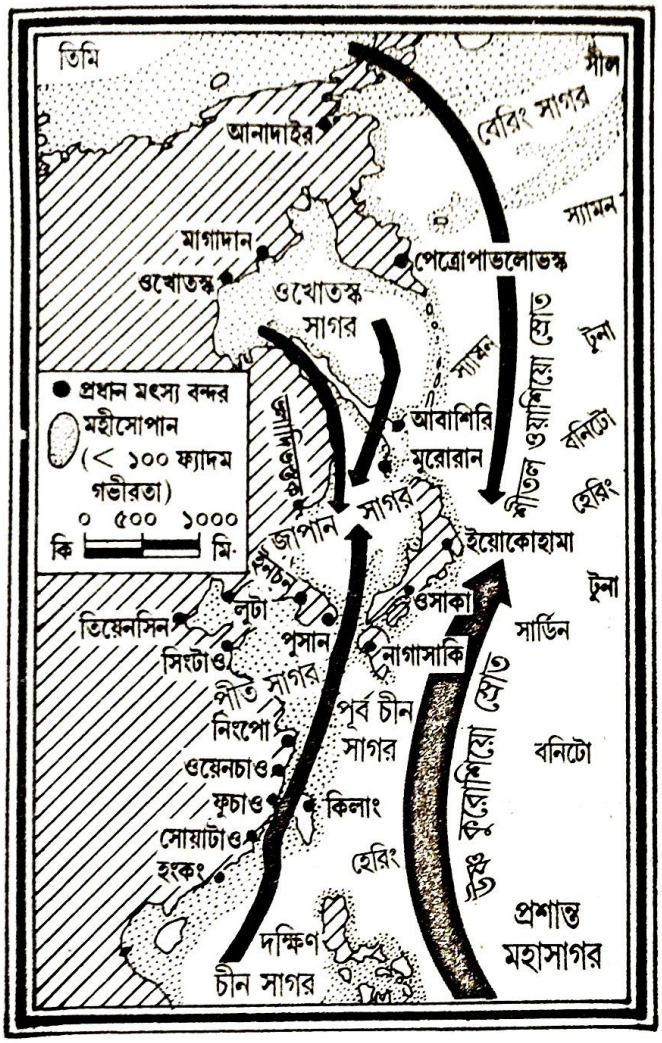

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্যক্ষেত্র

(iv) এই অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য-শিকার এবং মৎস্য সংরক্ষণের সহায়ক।

(v) এই অঞ্চলের ভূমিরূপ বন্ধুর (বিশেষত জাপানের) বলে চাষ-আবাদের উপযোগী জমি কম। ফলে কৃষিকার্যের পরিবর্তে অধিবাসীরা মৎস্য-শিকারকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

(vi) জাপান, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া যথেষ্ট জনবহুল বলে মৎস্য-শিকারের জন্য প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় এবং মৎস্যের চাহিদাও অনেক।

(vii) এই অঞ্চলের দেশগুলি উন্নত ও সমৃদ্ধ বলে মৎস্য ধরার উপযোগী জাহাজ, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধাদি সুহজলভ্য।

● **ধৃত মৎস্য এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ঃ** এই অঞ্চলে যেসব মৎস্য বেশি শিকার করা হয় সেগুলির মধ্যে হেরিং, সার্ডিন, ম্যাকারেল, টুনা, কড্, স্যামন (ইলিশের মতো) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চিংড়ি, কাঁকড়া, তিমি প্রভৃতিও ধরা হয়।

● **ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ঃ** বিশ্বের উল্লেখযোগ্য মৎস্য-ক্ষেত্রগুলির মধ্যে এই অঞ্চলটি মৎস্য-শিকারে প্রথম স্থান অধিকার করে। এর মধ্যে মৎস্য-শিকারে চীন বিশ্বে প্রথম। আর, জাপান ও রাশিয়া যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম। স্বাদু জলের মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য মিলে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জাপানে প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য সংগৃহীত হয়।

(২) উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্য-ক্ষেত্র
(North-eastern Atlantic Coastal Fisheries)

● **অবস্থান ঃ** ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, উত্তরে প্রায় শ্বেত সাগর (White sea) থেকে দক্ষিণে ফ্রান্সের উপকূল পর্যন্ত এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি বিস্তৃত। আয়তন অনুসারে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম

মৎস্য-ক্ষেত্র, তবে মৎস্য সংগ্রহের দিক থেকে **বিশ্বে তৃতীয়। নরওয়ে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স** প্রভৃতি দেশের উপকূল-সংলগ্ন এলাকা নিয়ে এই মৎস্য-ক্ষেত্র গঠিত।

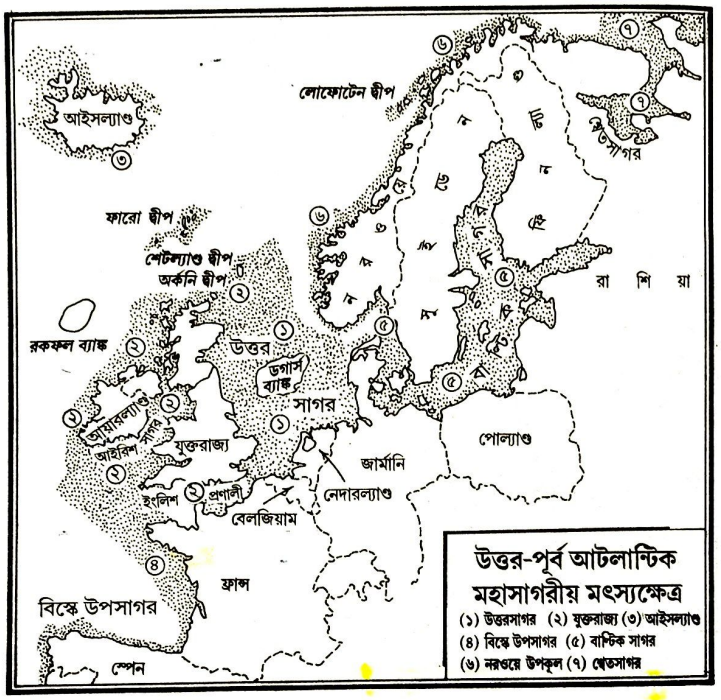

● **উন্নতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ (i)** ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে **বিস্তৃত মহীসোপান** অবস্থিত। তাছাড়া এই অঞ্চলে অনেকগুলি **বড় মগ্ন চড়াও** বিদ্যমান। যেমন—**ডগার্স ব্যাঙ্ক, সার ব্যাঙ্ক, রকফল ব্যাঙ্ক, গডউইন ব্যাঙ্ক, ওয়েলস ব্যাঙ্ক, মার ব্যাঙ্ক, সিডার ব্যাঙ্ক, পিট ব্যাঙ্ক, বারউইক ব্যাঙ্ক** প্রভৃতি। এইসব মগ্ন চড়া মৎস্য-শিকারের পক্ষে আদর্শ। মগ্ন চড়াগুলির মধ্যে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্কের মধ্যস্থিত ডগার্স ব্যাঙ্ক সবচেয়ে বড় (গভীরতা ২০ থেকে ২৫ মিটার) এবং বিখ্যাত মৎস্য-শিকার ক্ষেত্র।

(ii) উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত এবং **শীতল সুমেরু স্রোতের মিলনের ফলে** এই স্থানে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন জন্মায় এবং এর ফলে মৎস্যও থাকে অনেক।

(iii) নরওয়ে, ডেনমার্ক, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশের উপকূলভাগ খুবই ভগ্ন এবং উপকূলে অসংখ্য খাড়ি (ফিয়র্ড) ও নদী-মোহনা দেখা যায়। ফলে, ঐসব স্থানে অনেক উন্নত বন্দর নির্মিত হয়েছে। **অসলো, বার্জেন, হেলসিংকি, হামারফেস্ট, লা হাভার, ট্রমসো** প্রভৃতি এই অঞ্চলের বড় বড় বন্দর। খাড়িগুলিতে মৎস্যও আসে প্রচুর।

(iv) নরওয়ে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ভূমি **পর্বতময়।** ফলে, কৃষিকাজের মাধ্যমে সকলের জীবিকা নির্বাহ হয় না। তাই মৎস্য-শিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম জীবিকা।

(v) এই অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। এই জলবায়ু মৎস্য শিকার এবং মৎস্য সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

(vi) এই অঞ্চলের **দেশগুলি ঘনবসতিপূর্ণ।** তাই মৎস্য ধরার পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যায় এবং বাজারে মৎস্যের ব্যাপক চাহিদাও আছে।

(vii) সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের **সরলবর্গীয় অরণ্য** থেকে মৎস্য ধরার উপযোগী জাহাজ ও অন্যান্য নৌ-যান তৈরির প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যায়।

(viii) এই অঞ্চলের দেশগুলি **সমৃদ্ধ** এবং **শিল্পোন্নত** বলে মৎস্য-শিকারের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অর্থের অভাব হয় না।

● **ধৃত মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ঃ এই অঞ্চলে কড়, হেরিং, ম্যাকারেল, হ্যাডক, টারবট, সার্ডিন, টুনা** প্রভৃতি মৎস্য এবং **চিংড়ি, কাঁকড়া, তিমি** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী বেশি শিকার করা হয়।

● **ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ঃ** এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে নরওয়েতেই সবচেয়ে বেশি মৎস্য শিকার করা হয়। আর আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা **পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধীবর** বলে পরিচিত (প্রতিটি ধীবর বছরে প্রায় ২০০ মেট্রিক টন মৎস্য ধরে এবং এই পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ধীবরদের তুলনায় ৪-৫ গুণ বেশি)। নরওয়েতে বছরে প্রায় ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য শিকার করা হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে আইসল্যান্ডে প্রায় ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ডেনমার্কে প্রায় ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ধরা হয়। আইসল্যান্ডের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই মৎস্য এবং অন্যান্য সমুদ্রজাত পণ্য থাকে।

(৩) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্য-ক্ষেত্র

(North-western Atlantic Coastal Fisheries)

● **অবস্থান ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে, **উত্তরে** কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে **দক্ষিণে** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ **কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল** নিয়ে এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি গঠিত।

● **উন্নতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ (i)** এই অঞ্চলের উপকূলে **বিস্তৃত** মহীসোপান আছে। তাছাড়া **জর্জেস ব্যাঙ্ক, মিড্‌ল ব্যাঙ্ক, জেফরী ব্যাঙ্ক, সেবল্ ব্যাঙ্ক** প্রভৃতি বড় বড় **মগ্ন চড়াও** এই অঞ্চলে অবস্থিত। এর ফলে এই মৎস্য-ক্ষেত্রে প্রচুর মৎস্যের সমাবেশ হয়।

(ii) উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলনে এই মৎস্য-ক্ষেত্রে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন জন্মায়।

(iii) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার এই অংশের উপকূল ভগ্ন। ফলে, **কুইবেক, মন্ট্রিল, হ্যালিফ্যাক্স, প্রভিডেন্স, পোর্টমাউথ, বোস্টন, সেন্ট জন** প্রভৃতি বড় বড় বন্দর গড়ে উঠেছে।

(iv) এই অঞ্চলের **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু** মৎস্য-শিকার ও মৎস্য-সংরক্ষণের উপযোগী।

(v) নিউফাউন্ডল্যান্ড, ল্যাব্রাডর, নিউ ইংল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলের **ভূমি বন্ধুর** বলে কৃষিকাজের উপযোগী জমি কম। এই কারণে মৎস্য-শিকারকেই স্থানীয় অধিবাসীরা অন্যতম জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

(vi) এই অঞ্চলের **জনবসতি বেশ ঘন**। ফলে, মৎস্য ধরার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যায় এবং মাছের চাহিদাও আছে।

(vii) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা **উন্নত বলে** মৎস্য-শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও মূলধন পেতে অসুবিধা হয় না।

অবশ্য, এই মৎস্য-ক্ষেত্রটির কিছু অসুবিধাও আছে। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত এবং শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের মিলনে মৎস্য-ক্ষেত্রে **কুয়াশা হয়**। এর ফলে জাহাজ চালাতে খুব অসুবিধা হয়, দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে অবশ্য জাহাজে র‍্যাডার ব্যবস্থা থাকায় দুর্ঘটনা কিছুটা এড়ানো যায়।

● **ধৃত মৎস্য ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্র থেকে প্রধানত **কড়, হেরিং, ম্যাকারেল, হ্যালিবুট, হ্যাডক** প্রভৃতি মৎস্য এবং **চিংড়ি, কাঁকড়া, তিমি, ঝিনুক** প্রভৃতি নানাপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী বেশি পাওয়া যায়।

● **ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ঃ** বিশ্বের মোট ধৃত মৎস্যের প্রায় ২·৪৯% এই মৎস্য-ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন মৎস্য-ক্ষেত্রে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ অনুসারে **এর স্থান অষ্টম**।

(৪) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৎস্য-ক্ষেত্র
(North-eastern Pacific Coastal Fisheries)

● **অবস্থান ঃ** উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি অবস্থিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পশ্চিম উপকূলে **উত্তরে আলাস্কা** থেকে **দক্ষিণে প্রায় ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত** এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি বিস্তৃত।

● **উন্নতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) এই সুবিস্তৃত উপকূল অঞ্চল পর্বতময় এবং যথেষ্ট ভগ্ন। ফলে, একদিকে যেমন কৃষিজমির যথেষ্ট অভাব আছে, তেমনি অন্যদিকে বড় বড় বন্দর গড়ে তোলার সুবিধাও হয়েছে। যেমন—**পোর্টল্যান্ড, প্রিন্স রুপার্ট, ভিক্টোরিয়া, ভ্যাঙ্কুভার** প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর এই উপকূল অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

(ii) এই অঞ্চলের উপকূলভাগের সমুদ্র অগভীর। তাছাড়া, **ফ্রেজার, স্কিনা** প্রভৃতি নদীর মোহনাতেও প্রচুর মৎস্য আসে।

(iii) **শীতল সুমেরু বা বেরিং স্রোত ও ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত এবং উষ্ণ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের মিলনের** ফলে এই মৎস্য-ক্ষেত্রে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন জন্মায়।

(iv) উপকূল-সংলগ্ন স্থলভাগে বিস্তৃত সরলবর্গীয় অরণ্য গড়ে উঠেছে। ফলে, মৎস্য ধরার উপযোগী জাহাজ ও অন্যান্য নৌ-যান নির্মাণের উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়।

(v) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত বলে মৎস্য-শিকারের প্রয়োজনীয় মূলধন এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম সহজেই পাওয়া যায়।

● **ধৃত মৎস্য ঃ** এই অঞ্চলে **স্যামন, সার্ডিন, হেরিং, পোলক, হেক, ম্যাকারেল, কড়** প্রভৃতি মৎস্য বেশি ধরা হয়।

● **ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩·৬৮% মৎস্য ধরা হয়। ধৃত মৎস্যের পরিমাণ অনুসারে এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি বিশ্বে **সপ্তম স্থান** অধিকার করে।

(৫) পূর্ব-মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরীয় মৎস্য-ক্ষেত্র
(East-central Atlantic Coastal Fisheries)

● **অবস্থান ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং উত্তরে প্রায় **বিস্কে উপসাগর** থেকে দক্ষিণে প্রায় **মরক্কোর উপকূল** পর্যন্ত বিস্তৃত। **স্পেন, পর্তুগাল** প্রভৃতি দেশ এই মৎস্য-ক্ষেত্রের সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত।

● **উন্নতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ** (i) স্পেন ও পর্তুগালের **উপকূল অগভীর** এবং বিস্তৃত **মহীসোপানযুক্ত**।

(ii) মৎস্য-ক্ষেত্রে মাছের **খাদ্যের অভাব হয় না**।

(iii) এই অঞ্চলের সমুদ্রে **জলদূষণের পরিমাণ খুব কম**।

(iv) ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের দেশগুলিতে মৎস্যের **চাহিদা প্রচুর**।

(v) এই অঞ্চলের জনবসতি যথেষ্ট ঘন। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের **ভূমিরূপ বন্ধুর** বলে **কৃষিজমির পরিমাণ কম**। তাই বহু অধিবাসী মৎস্য-শিকারে বাধ্য হয়।

(vi) এই অঞ্চলের **জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ**, যা মৎস্য-শিকার ও মৎস্য সংরক্ষণের অনুকূল।

(vii) স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ যথেষ্ট উন্নত বলে এই অঞ্চলে **অনেক বন্দর** গড়ে উঠেছে। এছাড়া মৎস্য-শিকারের উপযোগী **জাহাজ**, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য **হিমাগার** এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধাদি সহজলভ্য।

(viii) উপকূল অঞ্চল ছাড়াও **উন্মুক্ত সমুদ্র** থেকে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য শিকার করা হয়।

● **ধৃত মৎস্য ঃ** এই মৎস্য-ক্ষেত্রে **হেক, হেরিং, হ্যালিবুট, কড়, টুনা** প্রভৃতি মৎস্য বেশি পরিমাণে শিকার করা হয়। তাছাড়া **চিংড়ি, কাঁকড়া, তিমি** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীও যথেষ্ট শিকার করা হয়।

● **ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ঃ** বিশ্বের মোট ধৃত মৎস্যের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রায় ৪·৫০% মৎস্য শিকার করা হয়। ধৃত মৎস্যের পরিমাণ অনুসারে এই মৎস্য-ক্ষেত্রটি **ষষ্ঠ স্থান** অধিকার করে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে **পর্তুগালে** সবচেয়ে বেশি মৎস্য শিকার করা হয়। এরপর **স্পেনের** স্থান।

(২) ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক মৎস্য-শিকার ❑
(Commercial Fishing in the Tropical Region)

ক্রান্তীয় অঞ্চল বলতে বোঝায় **০° অক্ষরেখা** বা **নিরক্ষরেখা** থেকে ২৩½° বা ৩০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ। একসময় বিশ্বের সবকটি প্রধান মৎস্য-শিকার ক্ষেত্রই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে